بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
نَحۡمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ ٱلۡكَرِيمِ
وَعَلَىٰ عَبۡدِهِ ٱلۡمَسِيحِ ٱلۡمَوۡعُودِ

২৭ আগষ্ট ২০২১

আঁ হযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন খলীফা রাশেদ ফারুকুল আযিম হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)'র প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

খুৎবা জুম'আর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত উমর (রাঃ)'র খেলাফতযুগীয় ঘটনাক্রমের বর্ণনা চলছে। হযরত উমর (রাঃ)'র যুগের একটা যুদ্ধ, যা ইতিহাসের পাতায় 'রে' নামে অবিহিত হয়েছে। 'রে' নামক স্থানটি নিশাপুর থেকে ৪৮০ মাইল দূরে অবস্থিত। 'রে' এর অধিবাসীদের 'রাজী' বলা হয়ে থাকে। প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারী হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী 'রে' এর একজন অধিবাসীও ছিলেন। 'রে' এর তৎকালীন শাসক ছিলেন, সিয়াহু খশ বিন মহরান বিন বহরাম। যে মুসলিম বাহিনীর আগমণের সংবাদে তটস্থ হয়ে দম্বাবন্দ, তাবারিস্তান, কৌমস এবং জর্জাণ এর অধিবাসীদের নিকট নিজ দেশ রক্ষার্থে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিল। মুসলিম বাহিনী তখনো 'রে' পৌছাননি রাস্তাতেই ছিলেন, পথিমধ্যেই হঠাৎকরে ইরানী সরদার আবুল ফরখান জৈনবী সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে মুসলিম বাহিনীর সহিত মিলিত হয়। জৈনবী স্বয়ং নঈম বিন মাকরান এর নিকট প্রস্তাব দেয় যে যদি তিনারা চান তো তার সহিত গুপ্ত রাস্তা দিয়ে শহরে অতি সহজেই প্রবেশ করতে সক্ষম হতে পারেন। সুতরাং জৈনবী-র সহায়তায় মুসলিম বাহিনী গুপ্তভাবে শহরে গিয়ে পৌঁছান। আর এমনিভাবে বিনা যুদ্ধেই সেই শহর মুসলিম বাহিনীর হস্তগত হয়। শহরতলীর অধিবাসীদেরকে মুসলমানদের পক্ষ থেকে লিখিতভাবে অভয় প্রদান (শরণ) করা হয়।

অতঃপর ২২ হিজরীতে কৌমস ও জর্জাণের বিজয়লাভ হয়। এবং ঐ ২২ হিজরীতেই আজারবাইজানও বিজিত হয়। হযরত উমর (রাঃ)'র পক্ষ থেকে আজারবাইজানের অভিযানে মুসলিম পতাকা হযরত উতবা বিন ফর্কদ তথা বকীর বিন আব্দুল্লাহ্কে দেওয়া হয়েছিল। হযরত উমর (রাঃ)'র হেদায়েতে উক্ত দুইজন সেনাধ্যক্ষই বিভিন্ন দিক থেকে আজারবাইজানের ওপর তাঁদের সেনাবাহিনীর আক্রমণ চালান। যুদ্ধ চলাকালীন বকীর এর সামনে রুস্তমের ভাই আস্ফন্দ বিন ফর্খজাদ উপস্থিত হয়। যুদ্ধ হয় এবং আস্ফন্দ বিন ফর্খজাদ পরাজিত হয়ে বন্দী হয়। তখন ফর্খজাদ বকীরের সহিত সন্ধি করে মুসলিম বাহিনীতে যোগদান করে। সে মুসলিম বাহিনীতে বকীরের প্রতিনিধি হয়ে বিরুদ্ধবাদীদের সহিত যুদ্ধে মুসলমানদের সহযোগিতা করতে থাকে। অতঃপর ধীরে ধীরে পুরো ক্ষেত্র বকীর বিন আব্দুল্লাহ্-র অধীনে চলে আসে। অন্যদিকে উতবা বিন ফর্কদ ও বিজয়লাভ করে। নিরন্তর বিজয় প্রাপ্তির পরে যখন সম্পূর্ণ আজারবাইজান বিজিত হয়ে যায়। তখন আমিরুল মোমেনিন হযরত উমর (রাঃ)এর প্রতিনিধিরূপে উতবা বিন ফর্কদ এর পক্ষ থেকে আজারবাইজানের অধিবাসীদের অভয়পত্র লিখিতরূপে দেওয়া হয়।

আজারবাইজান বিজয়ের পর বকীর বিন আব্দুল্লাহ্ নিজ বাহিনী নিয়ে আর্মেনিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। হযরত উমর (রাঃ) বকীর-এর সাহায্যকল্পে সুরাকা বিন মালিক এর নেতৃত্বে আরও একদল সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দেন তথা সুরাকা বিন মালিক কে সম্পূর্ণ সেনাবাহিনীর সেনাপতিও নিযুক্ত করেন। মুসলিম বাহিনীর দূঃসাহসিক অভিযান তথা ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতি দেখে বরাজ নামক শহরের ইরানী শাসক সুরাকা বিন মালিকের

নিকট জিজিয়া (শরণাগত অমুসলিম কর)এর পরিবর্তে মুসলিম বাহিনীকে সৈন্য সহায়তার শর্তে সন্ধি করে নেয়। অতঃপর আর্মেনিয়া বিনা যুদ্ধে বিজিত হয়। হযরত উমর (রাঃ) আর্মেনিয়ার সহিত এই সন্ধির সংবাদে অত্যন্ত প্রসন্নতা এবং খুশীর অভিব্যক্ত করেন। এরপর হযরত সুরাকা বিন মালিক আর্মেনিয়াস্থিত আশেপাশের পাহাড়ী অঞ্চলে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে গুপ্ত-শত্রুবাহিনীর সন্ধান করেন। অবশেষে স্পষ্টরূপে সফলতালাভ হয়।

অতঃপর ২২ হিজরীতে খোরাসান বিজয় হয়। জলুলার যুদ্ধে হারের পর ইরানী শাসক ইয়াজদর্জ-এর রাজত্ব প্রথমে রে এবং তারপরে করমান, খোরাসান তথা মরু অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এখান থেকে সে আসেপাশের জনগণ তথা ফারস এবং হর্মজান নিবাসীদের সহিত সম্পর্কের দৃঢ়তা বাড়ায় এবং একসময়, তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তপ্ত করে তোলে, ফলে মুসলিম বিজিত অঞ্চলগুলিতে বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। এরূপ পরিস্থিতির জটিলতায় হযরত উমর (রাঃ) মুসলিম বাহিনীকে নির্দেশ দেন যে তারা যেন, ইরানী ক্ষেত্রগুলির মধ্যে আরো এগিয়ে যায়। তাঁর (রাঃ)'র আদেশ পেয়ে বসরা তথা কুফা নামক স্থানের অধিবাসীরা ভীষণভাবে আক্রমণ করে ইরানের রাজা ইয়াজদর্জ-কে বারংবার এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। এমতাবস্থায় ইরানের রাজা মরু, রোজ, বালাখ ইত্যাদি অঞ্চলের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে অবশেষে নদীপার করে পালাতে বাধ্য হয়। এহেন নতুন পরিস্থিতিতে নিশাপুর থেকে তখারিস্তান পর্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীগণ মুসলমানদের সহিত সন্ধি করে নেয়। যখন হযরত উমর (রাঃ) খোরাসান বিজয়ের সংবাদ পান, তিনি (রাঃ) বলেন যে, আমরা তো চেয়েছিলাম যে আমাদের সহিত তাদের উত্তপ্ত সম্পর্কের সৃষ্টি হলেও, ইরানীদের বিরুদ্ধে কোন সেনাবাহিনী পাঠানো হবে না। অতঃপর তিনি (রাঃ) আহ্নাফ বিন কায়েস কে নদীপার করে বিরুদ্ধবাদীদের পিছু ধাওয়া করতে বারণ করেন। এদিকে ইয়াজদর্জ বিভিন্ন শহরে ঘুরতে থাকে এবং একসময় হযরত উমর (রাঃ)'র খেলাফতকালেই তার হত্যা হয়ে যায়।

আহ্নাফ বিন কায়েস এর কাছ থেকে আগত গণিমতের মাল (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) পাওয়ার পর হযরত উমর (রাঃ) মুসলমানদের উদ্দেশ্যে এক দুঃখভারাক্রান্ত বক্তব্য প্রদান করেন। যাতে তিনি আল্লাহ্তায়ালাকে অবহেলা করার পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করতে গিয়ে বলেন যে, আমার এ ভয় হয়না যে বিরুদ্ধবাদীরা মুসলিম উম্মতকে নষ্ট করতে পারবে। বরঞ্চ তোমাদের মুসলমানদের কারণেই মুসলিম উম্মতের বিনষ্টের ভয় আমার হয়। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন যে, আজ আমরা একথা সত্যি হতে দেখছি যে, মুসলমানরা মুসলমানদের গলা কাটছে তথা এক মুসলিম দেশ আর এক মুসলিম দেশের ওপর জেহাদের নামে আক্রমণ চালাচ্ছে।

আস্তাখার ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় শহর তথা শাশানী রাজাদের জন্য স্থানটি পবিত্র হিসাবে পরিগণিত ছিল। সেদিকটায় হযরত ওসমান বিন আবুল আস (রাঃ) অগ্রসর হন। এখানেও ভয়ানক যুদ্ধের পর আল্লাহ্তায়ালা মুসলমানদের বিজয়দান করেন। হযরত ওসমান বিন আবুল আস (রাঃ) যুদ্ধলব্ধ সম্পদ একত্রিত করে নিয়মানুযায়ী তার এক পঞ্চমাংশ বের করে তিনি হযরত আমিরুল মোমেনিন হযরত উমর (রাঃ)'র সমীপে প্রেরণ করেন। এক বর্ণনা মতে আস্তাখার-এর উপর প্রথমবার হযরত উলা বিন হজ্রমী ১৭ হিজরীতে বিজলাভ করেছিলেন।

হযরত সারিয়া বিন জনীমকে হযরত উমর (রাঃ) ২৩ হিজরীতে ফসা তথা দারুলবর্দ অভিমুখে পাঠান। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে একদিন হযরত উমর (রাঃ) সম্বোধিত করতে গিয়ে হঠাৎ উচ্চস্বরে বলেন, 'ইয়া সারিয়া, আলজবল' অর্থাৎ হে সারিয়া, পাহাড় অভিমুখে সরে যাও। হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) এ ঘটনার বর্ণনা করে বলেন, কেননা এ বাক্যটি অর্থাৎ 'ইয়া সারিয়া, আলজবল' অসম্বোধিত ছিল, সুতরাং লোকেরা এ বাক্য সম্পর্কে হযরত উমর (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি (রাঃ) এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, আমি ইসলামী সৈন্যবাহিনীর একজন সেনাকে দেখি যে, তার পেছনে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে। মনে হলো যেন, এ আক্রমণে ইসলামী সেনার নষ্ট হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এমতাবস্থায় আমার অবচেতন থেকে আওয়াজ বেরিয়েছিল যে, হে

সারিয়া, পাহাড় অভিমুখে সরে যাও। এ ঘটনার বেশী দিন অতিবাহিত হয়নি, সারিয়ার নিকট থেকে ঠিক ঐ অনুরূপ-ই সংবাদ আসে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) বলেন, হযরত উমর (রাঃ) মুখনিসৃত বাণী সেসময় তাঁর অধীনে ছিল না। বরঞ্চ তা ছিল পরাক্রমশালী সৃষ্টিকর্তার অধীনে, যাঁর কাছে দূরত্ব বা ব্যবধান নামক কোন কিছুই বাধক হয় না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেন যে, এ অপবাদ দেওয়া হয় যে সাহাবাকেরাম দ্বারা কোন ইলহাম প্রমানিত হয় না, একথা বেকার এবং ভূল। হযরত উমর (রাঃ) দ্বারা সারিয়াকে সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভয়াবহ স্থিতির বিষয়ে যে ইঙ্গিত দেয়া হয়, এটা ইলহাম নয় তো আর কী ?

২৩ হিজরীতে হযরত সুহেল বিন আদী (রাঃ)'র হাতে কিরমানের বিজয়লাভ হয়। এইরূপে ২৩ হিজরীতেই খোরাসানের থেকেও বেশী ক্ষেত্রবিশিষ্ট এরিয়া সুব্হিস্তান বিজিত হয়। বিখ্যাত ইরানী পালোয়ান রুস্তম এই এলাকার অধিবাসী ছিল। মাকরানের বিজয়ও ২৩ হিজরীর ঘটনা। এখানে মুসলমানগণ সিন্ধের বাদশাহের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে যুদ্ধ করে তাকে পরাজিত করেন। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন যে ফারুকী বিজয়যাত্রার অন্তিম সীমা বলতে এই মাকরান ছিলেন। ইতিহাসবীদ ব্লাদরী-র মতে 'এহেদ-এ-ফারুকী' এর দীবলের নিচে অংশ তথা 'থানে' পর্যন্ত মুসলমান সেনাবাহিনী পৌঁছে গিয়েছিল। যদি একথা সত্যি হয়, তাহলে তো হযরত উমর (রাঃ) খেলাফতকালেই ইসলামের পদচিহ্ন সিন্ধ বা হিন্দ পর্যন্ত এসে গিয়েছিল।

হযরত উমর (রাঃ)'র খেলাফতকালীন যুগের বর্ণনা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে বলে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) একটি তুর্কী ইন্টারনেট রেডিও চ্যানেলের উদঘাটনের ঘোষণা করেন। এই রেডিও চ্যানেলের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ২০-টির ও বেশি দেশ লাভাণ্বিত হবে। এই রেডিও চ্যানেলের ব্যবস্থাপনা জার্মানীর তবলিগ বিভাগ প্রাপ্ত হয়েছে। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) দোয়া করে বলেন যে, আল্লাহ্তায়ালা জার্মানীর তবলীগ বিভাগের অনুপ্রেরণা তথা চেষ্টাকে কবুল করুন এবং এই নতুন ইণ্টারনেট রেডিও চ্যানেলকে সর্বোপরি কল্যাণমণ্ডিত করুন।

খুৎবা শেষে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) নিম্নলিখিত মরহুমীনদের ইমানোদ্দীপক হৃদয়গ্রাহী স্মৃতিচারণ করেন। মোহতরম সৈয়দ তালে আহমদ সাহেব মরহুম এর বিষয়ে বলেন যে, আমাদের প্রিয় তালে আহমদ সাহেবের জানাযা এখনো এসে পৌঁছায়নি। জানাযা এসে পৌঁছানোর পর নামাযে জানাযা পড়ানো হবে এবং ইনশাল্লাহ স্মৃতিচারণও করা হবে।

এরপরে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) মুকররম মহমুদ আহমদ সাহেব মরহুম প্রাক্তণ সেবক মসজিদে আকসা এবং মসজিদে মুবারক, কাদিয়ান-এর স্মৃতিচারণ করে বলেন যে, ইনি ৭৪ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন। মহমুদ আহমদ সাহেব বলগাম, কর্ণাটক নিবাসী মরহুম মখদুম হোসেন সাহেবের পুত্র ছিলেন, যিনি ঐ রাজ্য থেকে হিজরত করে কাদিয়ান এসেছিলেন। তিনি ২৮ বৎসর পর্যন্ত মসজিদে আকসা ও মসজিদে মুবারকের সেবার সুযোগ লাভ করেন। মরহুম মুসী ছিলেন। মরহুম নামায, রোযার একাগ্রতা রাখতেন। তাহাজ্জুদ নামায নিয়মিত আদায়কারী ও সর্বদা দোয়ায় রত থাকতেন। মসজিদের সঙ্গে ইনার ওৎপ্রোত সম্পর্ক ছিল। মরহুমের পরিজনে স্ত্রী সহ দুই পুত্র ও এক কন্য অর্ন্তভূক্ত।

এরপরে হুযুর আনোয়ার (আইঃ), ভারতের কেরল নিবাসী, আব্দুর রহমান সাহেবের মরহুমা স্ত্রী সৌদা সাহেবার হৃদয়গ্রাহী ও ঈমানোদ্দীপক ঘটনার স্মৃতিচারণ করেন। মরহুমা ২২ জুলাই ৭৬ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন। কবাবী-মালাবারী'র মরহুম মুবাল্লিগ ইন্চার্য শামসুদ্দীন সাহেবের বর্ণনা করেন যে, তার মা মরহুমা, বী-টি সাহেবের কন্যা ছিলেন। যিনি পালঘাট তথা আশপাশের গ্রাম-গঞ্জের মধ্যে প্রথম আহমদী ছিলেন। যিনি ১৯৩৭ সালে বয়আত করার সৌভাগ্যলাভ করেন। অতঃপর সুদীর্ঘকাল যাবৎ বিরোধীদের জালা-যন্ত্রণা তথা অত্যাচারে জর্জরিত হয়েছিলেন। গ্রামবাসীদের সমাজ থেকে বহিঃস্কারের মাঝেই শামসুদ্দীন সাহেবের নানী তথা তাঁর জৈষ্ঠ কন্যা ইন্তেকাল করেন। ঐ সময় ইনার মায়ের বয়স মাত্র দেড় বছরের ছিল। বলেন, ইন্তেকালের পর

গ্রামবাসীরা ইনার নানীকে গ্রামের কবরস্থানে দাফন করতে দেয়নি। ফলে, জানাযা চল্লিশ কিলোমিটার দূরবর্তী অন্য কবরস্থানের দাফন করা হয়। বলেন যে, ইনার নানা নিজ ছোট কন্যাকে নিয়ে হিজরত করেন। এরূপভাবেই উনার মা শৈশব থেকেই বিভিন্ন প্রকারের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে থাকেন। মরহুমা নামায রোযার নিয়মানুবর্তী ছিলেন। মুসী ছিলেন। মানব সেবা ইনার ভেতরে সর্বোতপরি পরিলক্ষিত হতো। প্রত্যেক সমস্যাসঙ্কুল ব্যক্তির জন্য দোয়া করা তথা যদি সেই ব্যক্তি সামনে থাকতো তাহলে তাকে যথাসম্ভব সাহায্য করা ইনার অভ্যাসের মাঝে ছিল। পরিজনের মধ্যে স্বামী ছাড়াও চার পুত্র এবং দুই পুত্রী রয়েছে। ইনার পোতা (পুত্রের পুত্র) একজন ওয়াকফে জিন্দেগী ও এক পুত্র মুবাল্লিগ সিলসিলা। যিনি বাইরে থাকায় ইনার জানাযায় উপস্থিত হতে পারেননি। আল্লাহ্‌তায়ালা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নত করুন।

এছাড়াও হুযুর আনোয়ার (আইঃ) মরক্কো নিবাসী মুকররম মুহাম্মদ আল মুখতার কবকা সাহেব এবং ফৈস্‌লাবাদ নিবাসী মোহতরমা সৈয়দা মজীদ সাহেবার উন্নত চরিত্রের হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা করেন। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) সমস্ত মরহুমীনদের প্রতি ক্ষমাসূলভ আচরণের এবং পদমর্যাদার উন্নতির জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট দোয়া করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

BOOK POST
PRINTED MATTER

KHULASA KHUTBA JUMMA
HUZOOR ANWAR (ATBA)

27 AUGUST 2021

To,

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in

Compose & Distribute From: Ahmadiyya Muslim Mission, Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B.